বাংলাদেশ এ্যাক্রোডিটেশন আইন, ২০০৬

(২০০৬ সনের ২৯ নং আইন)

বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) “অ্যাসেসর” অর্থ সাদৃশ্য নিরুপণের জন্য বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(খ) “এ্যাক্রেডিটেশন” অর্থ পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ;

(গ) “এ্যাক্রেডিটেশন সনদ” অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন বোর্ড কতৃক প্রদত্ত এ্যাক্রেডিটেশন সনদ;

(ঘ) “এ্যাক্রেডিটেশন মার্ক” অর্থ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নিবন্ধন চিহ্ন;

(ঙ) “চেয়ারম্যান” অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(চ) “পরীক্ষা” অর্থ পরিমাপের পদ্ধতি বা শর্ত বা রীতি, কিংবা এই আইনের অধিনে পরীক্ষিত অথবা পরিদর্শিত কোন উপাদান, বস্তু অথবা পদার্থের পরিমাপ;

(ছ) "পরীক্ষাগার" অর্থ বিশেষজ্ঞ কিংবা সংশ্লিষ্ট পেশায় দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা বিভিন্ন পদার্থ, বস্তু, উপাদান ইত্যাদির পরীক্ষণ বা ক্যালিব্রেইশন করার প্রতিষ্ঠান;

(জ) "পরিদর্শন সংস্থা" অর্থ বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ পেশায় দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত পরিদর্শনকারী সংস্থা;

(ঝ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঞ) "প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান" অর্থ বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত কোন শিক্ষাক্রম বা কার্যক্রমের আওতায় কোন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অথবা শিক্ষাদানকর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান অথবা সমপর্যায়ের অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;

(ট) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No.V of 1898);

(ঠ) "ব্যক্তি" অর্থ যে কোন ব্যক্তি এবং কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য কোন সংস্থাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ড) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড;

(ঢ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ণ) "ভাইস চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান;

(ত) "মহাপরিচালক" অর্থ বোর্ডের মহাপরিচালক;

(থ) "সনদ প্রদানকারী সংস্থা" অর্থ বিভিন্ন পণ্য অথবা সেবার উপর অথবা বিশেষ পেশায় দক্ষ ব্যক্তি কর্তৃক সনদ প্রদানকারী সংস্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বোর্ড

বোর্ড প্রতিষ্ঠা

৩। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) বোর্ড, একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে,ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং বোর্ড, ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

বোর্ডের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি

৪। (১) বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

বোর্ডের গঠন

৫। (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(খ) সচিব, খাদ্য, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(গ) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ঘ) সচিব, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ঙ) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(চ) সচিব, বিষয়-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ;

(ছ) বিজ্ঞান, বাণিজ্য, শিল্প এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ বুত্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত দুইজন প্রতিনিধি যাঁহাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং অন্যজন বাণিজ্য, শিল্প অথবা প্রশাসনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হইবেন;

(জ) প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ;

(ঝ) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত অধ্যাপক পদ মর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) এসোসিয়েশন অব সার্টিফিকেশন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত কোন সার্টিফিকেশন প্রতিষ্ঠানের প্রধান;

(ট) এসোসিয়েশন অব টেস্টিং ল্যাবরেটরীজ কর্তৃক মনোনীত কোন টেস্টিং ল্যাবরেটরীর প্রধান; এবং

(ঠ) মহাপরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবে।

(২) শুধুমাত্র সদস্যপদে শূন্যতা থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তত্সম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ, ইত্যাদি

৬। (১) বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান থাকিবেন, তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবে এবং তাঁহার নিয়োগের শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে এবং তিনি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) চেয়ারম্যান তাঁহার নিয়োগের তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বত্সর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) বোর্ডের প্রথম সভায় সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে তিন বত্সর মেয়াদের জন্য একজন ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেন এবং তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি চেয়ারম্যান প্যানেল মনোনয়ন করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের দায়িত্্ব পালন করিবেন।

(৫) চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান উভয়ের অনুপস্থিতিতে এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্যানেলভুক্ত সদস্যদের মধ্য হইতে প্যানেলের ক্রমানুসারে কোন সদস্য বোর্ডের অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

সদস্যপদের মেয়াদ ও পদত্যাগ

৭। (১) ধারা ৫(১) এর দফা (ছ) - (ট) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণের পদের মেয়াদ হইবে তাঁহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বত্সর।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত যে কোন মনোনীত সদস্য চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং বোর্ড কর্তৃক উহা গৃহীত হইবার তারিখ হইতে উক্ত পদটি শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত যে কোন মনোনীত সদস্যের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে উক্ত সদস্যপদের নির্ধারিত মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নূতন মনোনয়ন দ্বারা পূর্ণ করা যাইবে।

বোর্ডের সভা

৮। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান বোর্ডের সভা আহ্বান করিবেন এবং তদকর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান উভয়ের অনুপস্থিতিতে এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্যানেলভুক্ত সদস্যদের মধ্য হইতে প্যানেলের ক্রমানুসারে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য বোর্ডের “৫০ শতাংশ” সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৫) বোর্ডের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বোর্ডের সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

(৬) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাতিত্বকারীর নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) সভায় উপস্থিত সদস্যদেরকে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হইবে।

কমিটি

৯। বোর্ড উহার কাজে সহায়তার জন্য, এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা, দায়িত্ব এবং কার্যপরিধি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

বোর্ডের কার্যাবলী

১০। বোর্ডের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এই আইনের অধীনে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান, নবায়ন, প্রত্যাখ্যান, স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ;

(খ) পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানে নির্ণায়ন ও শর্তসমূহ নির্ধারণ এবং উক্ত নির্ণায়ক ও শর্তসমূহের মান উন্নয়ন করা;

(গ) International Organization for standardization (ISO) ও International Electro Technical Commission (IEC) এবং অনুরূপ কোন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রদত্ত দিক নির্দেশনা ও মানে বর্ণিত নির্দেশাবালী অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন পরিচালনা করা;

(ঘ) এ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দক্ষতা নিশ্চিত করা;

(ঙ) এ্যাক্রেডিটেশনের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদান করা;

(চ) এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি ও এ্যাক্রেডিটেশন কর্মকান্ডের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম, ইত্যাদির আয়োজন এবং এ্যাক্রোডিটেশন বিষয়ক তথ্যাদির বিস্তারকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ছ) আন্তঃরাষ্ট্র, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্ড্রিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে বহুমাত্রিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা;

(জ) এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানকারী দেশীয় বা বিদেশী সমশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;